২২-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ২৩-১২-৮৩ মধুবন

ডবল লাইট স্থিতির দ্বারা মেহনত সমাপ্ত

আজ, দূর দেশের অধিবাসী বাপদাদা, তাঁর দূরদেশী বাচ্চাদের সাথে মিলনের জন্য এসেছেন । সবাই তোমরা দূরদেশ থেকে এসেছো, আর বাপদাদাও দূরদেশ থেকে এসেছেন । বাপদাদার দেশ সবচাইতে দূরে আর সবচাইতে কাছে । এতটাই দূরে যে এই সাকার দুনিয়ার বাউন্ডারির ঊর্ধ্বে, এক আলাদা দুনিয়া । সবাই তোমরা এসেছো সাকার লোক থেকে আর বাপদাদা সাকার লোকেরও ঊর্ধ্বে পরলোক থেকে ভায়া সূক্ষ্মবতন হয়ে ব্রহ্মাবাবাকে তাঁর সাথে নিয়ে এসেছেন । আর এতই কাছের যে সেকেন্ডে তিনি এখানে পৌঁছাতে পারেন, তাই না ! তোমাদের এখানে আসতে কতো ঘন্টা লেগে যায়, কতো পরিশ্রম করে উপার্জন করা অর্থ খরচ করতে হয় ! কতো সময় লাগে সেই অর্থ একত্রিত করতে ! আর বাবার বতনে আসা যাওয়ায় খরচাই লাগেনা । শুধু স্নেহের পুঁজি নিয়ে তোমরা এক সেকেন্ডে সেখানে পৌঁছাতে পারো । কোনো রকম মেহনত লাগেনা । বাপদাদা জানেন যে রাজ্য ভাগ্য হারানোর পর তোমরা বাচ্চারা অনেক জন্ম ভিন্ন ভিন্ন ধরনের তন, মন, ধন দ্বারা কঠোর পরিশ্রম করেছো । তোমরা ছিলে বিশ্বের মালিক, মুকুটধারী, সিংহাসনাসীন, সর্ব প্রাপ্তির ভাণ্ডারের মালিক ! এমনকি প্রকৃতিও ছিল তোমাদের দাসী । তোমরা এমন রাজ্য অধিকারী, যাদের রাজ্য শাসনের কর্তৃত্ব ছিলো, কিন্তু এখন সেই তোমরা অধীন হয়ে কি করছো ? চাকরি করছো ! সুতরাং, এটা তো মেহনতই হলো, তাই না ! কোথায় রাজা আর কোথায় রোজগার করে খাওয়া গভর্নমেন্টের ভৃত্য ! শরীর নির্বাহ করার জন্য কতো জন্ম কত কিছু করছো, বাবার সাথে মন জুড়ে নিতে কত রকম ভিন্ন ভিন্ন সাধনা, অনেকরকম ভক্তি এবং ধন জমা করতে বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন কার্য করেছ । এইরকম মুকুটধারী এবং সিংহাসনাসীন সুখে শান্তিতে নিজেদের পালিত হতে কত কিছু করতে হয়েছে ! তাই বাচ্চাদের মেহনত দেখে বাপদাদা তোমাদের মেহনত থেকে মুক্ত করে সহজ যোগী বানিয়ে দিয়েছেন । এক সেকেন্ডে তিনি তোমাদের স্বরাজ্য অধিকারী বানিয়েছেন, মেহনত থেকে রেহাই দিয়েছেন । সবাই তোমরা এটা ভাবো যে বাবা তোমাদের চাকরি থেকে রেহাই দেননি । কিন্তু তোমরা প্রত্যেকে এখন যা কিছুই করছো নিজের জন্য করছো না, ঈশ্বরীয় সেবার জন্য তোমরা করছো । নিজের কাজ মনে করে করছো না । ট্রাস্টি হিসেবে করছো, এইজন্য মেহনত ভালোবাসায় পরিণত হয়ে গেছে । বাবার ভালোবাসায়, সেবার ভালোবাসায়, মিলনোৎসবের ভালোবাসায় তোমরা মেহনত বুঝতে পার না ।

দ্বিতীয়তঃ, বাবা হলেন করাবনহার, আর তোমরা নিমিত্ত, অর্পিত কাজ সম্পাদন করো । সর্বশক্তিমান বাবার শক্তি দ্বারা অর্থাৎ তোমাদের স্মৃতির কানেকশন দ্বারা এখন নামমাত্র কার্য করো । যেমন বিদ্যুতের কানেকশনে বড়ো বড়ো মেশিনারি চলে । সুতরাং আধার হলো লাইট (বিদ্যুৎ) । সবাই তোমরা কর্ম করাকালীন কানেকশনের আধারে নিজেরাও ডবল লাইট হয়েই চলতে থাকো, তাই না ! যেখানে ডবল লাইটের স্থিতি সেখানে মেহনত আর মুশকিল শব্দ সমাপ্ত হয়ে যায় । তোমরা তোমাদের চাকরি থেকে নিস্তার পাওনি, কিন্তু মেহনত থেকে তো নিস্তার পেয়েছো, তাই না ! সুতরাং ভাবনা এবং ভাব বদল হয়ে গেছে । ট্রাস্টি হওয়ার ভাব এবং ঈশ্বরীয় সেবার ভাবনা তো বদল হয়ে গেছে, তাই না ! এখন আপন হওয়ার উপলব্ধি আছে, তাই তো ? তিন পা জমিন, যা তোমরা পেয়েছো সেটাও তোমরা বাবার ঘর বলো, নিজের ঘর বলোনা, তাই না ! তোমরা নিজের ঘরে থাকো না, বাবার ঘরে থাকো । বাবার ডিরেকশনে কার্য করো । নিজের ইচ্ছা বা নিজের প্রয়োজন

অনুসারে তোমরা কোনকিছু করোনা । বাবার ডিরেকশনে তোমরা নিশ্চিন্ত এবং ন্যারা অর্থাৎ পৃথক অথচ প্রিয় হয়ে করো । যা কিছু তোমরা লাভ করো তা' বাবার অথবা সেবার জন্য । এমনকি যদি তোমরা শরীরের জন্য কিছু ব্যবহারও করো তো সেই শরীরও তো তোমাদের নয় । সেও তো তোমরা বাবাকে দিয়ে দিয়েছ, তাই না ! তন, মন ধন সবকিছুই তো বাবাকে দিয়েছো নাকি নিজের জন্য কিছু একধারে করে রেখেছো ? এইরকম তো নও, তাই না ? তোমরা সব বাচ্চাদের বহু জন্মের মেহনত দেখে বাপদাদা এখন থেকে আগামী অনেক জন্মের মেহনত থেকে তোমাদের রেহাই দিয়েছেন । বাবা আর বাচ্চাদের মধ্যে এটাই ভালোবাসার লক্ষণ ।

ঠিক যেমন তোমরা বাবার সাথে বিশেষভাবে মিলিত হতে এসেছ, তেমনই বাবাদাদাও তোমাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন । ব্রাহ্মবাবাকে তিনি সূক্ষ্মবতন থেকে নিয়ে এসেছেন । তোমাদের প্রতি ব্রহ্মাবাবার স্নেহ বেশি । বাবার তো আছেই, কিন্তু ব্রহ্মাবাবার স্নেহ বেশি । ডবল বিদেশিদের প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহ, কেন ? ব্রহ্মা বলেন, অনেক সময় ধরে ডবল বিদেশি বাচ্চাদের আমি আহ্বান করেছি । কতো বছর আগে বাচ্চাদের আহ্বান জানিয়েছি । সেই আহ্বানের কারণে তোমরা বিদেশ থেকে এখানে বাবার কাছে পৌঁছে গেছ । সুতরাং, বহু সময় ধরে যাদের আহ্বান করা হয়েছে এবং বহু সময় ধরে আহ্বানের পর যখন তারা পৌঁছেছে তো সেই বাচ্চাদের প্রতি অবশ্যই বিশেষ ভালোবাসা হবে, তাই না ! ব্রহ্মাবাবা অনেক স্নেহের সাথে তোমাদের সবাইকে আহ্বান করেছেন, সাকার রূপে তোমাদের উত্তরাধিকারী বানানোর । বুঝেছো তোমরা ? অবিরত তোমরা শুনে আসছো, কতো বছর আগে কিভাবে তোমাদের জন্ম দেওয়া হয়েছে ! গর্ভে তো তোমরা আগেই এসেছিলে, কিন্তু সাকার রূপে তোমরা পরে জন্ম নিয়েছো । এই কারণে ব্রহ্মাবাবার বিশেষ স্নেহ আছে আর তাঁর স্নেহ আছে কারণ তিনি ভবিষ্যতের ভাগ্য জানেন ।

জানকী দাদীকে দেখে বাবা বললেন – ঠিক ডবল বিদেশিরা যেমন বাবাকে দেখে খুশি হয়, তোমাকে দেখেও তারা খুশি হয় কারণ সাকার রূপের মাধ্যমে বাবার থেকে নেওয়া পালনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে তারা, তোমরা যারা নিমিত্ত বাচ্চা তাদের থেকে শেখে । সেইজন্য তোমারও প্রতি সকলের বিশেষ স্নেহ আছে । দাদী অথবা দিদি যে নিমিত্ত আত্মারা আছে, তাদের মধ্যে সকলে বাবাকে দেখে । তারা বাবার পালনার এই বিশেষ অনুভবই করে । যখনই তোমরা দিদি বা দাদীর দিকে দেখ, তখন কাকে দেখ ! সাকার আধারে বাবা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন । এইরকমই অনুভব হয় তাই না ! তোমরা সব বিশেষ আত্মাদের দ্বারা তারা যে পালনা লাভ করছে তাতে তোমরা লুপ্ত হয়ে যাবে আর বাবা হবেন প্রকাশমান, কারণ তোমাদের প্রতিটা সঙ্কল্পে, প্রতিটা বোলে সদা সবকিছুতে তোমরা বাবা, বাবা বলো । সেইজন্য অন্যরাও শুধু বাবা বাবা শব্দ শোনে । আজ দিদি স্মরণে আসছে । তিনি গুপ্ত গঙ্গা হয়ে গেছেন, তাই না ! এমনিতেও তিন নদীর মধ্যে একটিকে গুপ্ত নদী বলা হয় । এখন দিদি তো দাদীর মধ্যেই সমাহিত, তাই না ! সূক্ষ্ম রূপে তিনিও নিজের উপলব্ধি এবং অনুভব জানাচ্ছেন কারণ তিনি কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ আত্মা নন । সেবার সম্বন্ধে তিনি পার্ট প্লে করতে গেছেন । কর্মবন্ধনে বেঁধে থাকা আত্মারা শুধুমাত্র তারা যেখানে থাকে সেখানেই কার্য করতে পারে, সেখানে কর্মাতীত আত্মারা তাদের সেবার পার্ট এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সর্বত্র প্লে করতে পারে, কারণ তারা কর্ম থেকে মুক্ত । এই কারণে দিদি তোমাদের সবার সাথে আছেন । কর্মাতীত আত্মাদের কোনোরকম মুশকিল হয়না ডবল পার্ট প্লে করতে । তাদের গতি অতি তীব্র । এক সেকেন্ডে তারা যেখানে ইচ্ছে পৌঁছাতে পারে । বিশেষ আত্মারা তাদের বিশেষ পার্ট অবিরতভাবে প্লে করে, সেই কারণে তিনি

হাওয়ার মতো চলে গেছেন, তাই না ! অনাদি অবিনাশী প্রোগ্রাম যেন এমনই বানানো হয়েছিলো । এও এক বিচিত্র পার্ট ছিলো । শুরু থেকেই দিদির ট্রান্সে যাওয়ার বিশেষ পার্ট ছিলো । শেষেও বিচিত্র রূপে ট্রান্সে ট্রান্সফার হয়ে গেছেন। আচ্ছা ।

দেশ বিদেশের চাতক বাচ্চারা, এই কল্পের হারানিধি বাচ্চারা, যারা এক এবং একমাত্র বাবার স্নেহে লাভলীন থাকে, তাদের বাপদাদার স্নেহ, স্মরণ আর নমস্কার ।

পার্সোনাল সাক্ষাৎকারঃ - বাপদাদা তোমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে বেছে বেছে নিয়ে এসে আল্লার বাগিচায় রোপন করেছেন । এই খুশি তোমাদের থাকে, তাই না ! সবাই তোমরা এখন রুহানী গোলাপ হয়ে গেছ । সদা অন্যদের সুগন্ধি দেওয়া রুহানী গোলাপ । যারা তোমাদের কাছে আসে বা সম্পর্কে আসে, তোমাদের সবার থেকে কি অনুভব করে ? তারা উপলব্ধি করে, তোমরা রুহানী, অলৌকিক । সমস্ত অলৌকিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে । যারাই তোমাদের দিকে দেখবে তারা শুধু ফরিস্তা রূপই দেখে । তোমরা তো ফরিস্তা হয়ে গেছ, তাই না ! সদা ডবল লাইট স্থিতিতে স্থিত ফরিস্তা রূপে দেখা দেবে । ফরিস্তা সদা উঁচুতে বাস করে । ফরিস্তারূপ যদি ছবিতেও দেখানো হয় তো তাদের পাখা দেখানো হয় । যখন তোমরা ফরিস্তাদের ছবি দেখ তো তাদের সবসময়ই পাখা সমেত দেখ । কেন ? তারা উড়ন্ত বিহঙ্গ । বিহঙ্গ সদা ওপরেই ওড়ে, তাই না ! তোমরা বাবাকে পেয়েছো, উঁচু স্থান, উঁচু স্থিতি পেয়েছো । আর কি চাই !

(বিদেশি বাচ্চাদের পত্রের রিটার্ণে) সকলের অন্তরের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ স্মরণ-স্নেহের পত্র বাবা পেয়েছেন । বাচ্চারা মিষ্টি মিষ্টি রুহ্-রিহানও করে আবার কখনো কখনো তারা মিষ্টি অনুযোগও করে । কবে তুমি ডাকবে, কেন তুমি আমাদের সহায় হও না যাতে আমরা সেখানে পৌঁছে যেতে পারি । এইরকম নালিশ বাবার ভালো লাগে কারণ বাচ্চারা বাবাকে বলবে না তো কাকে বলবে ! এইজন্য তোমরা সব বাচ্চাদের স্নেহ-মমতায় বাপদাদা তৃপ্ত । সেইজন্য তোমরা বাবার প্রিয়, আর সদা বাবার প্রিয় হওয়ার কারণে রিটার্ণে তোমরাও বাবার থেকে স্নেহ আর সহযোগ লাভ করো । আচ্ছা ।

বিশেষ মহাবাক্য - রুহানিয়তের শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হও

সময় অনুসারে, বিশ্বের আত্মারা এখন তোমরা সব আত্মাদের রুহানিয়তের (অলৌকিকতার) স্যাম্পল রূপে দেখতে চায় । এইজন্য রুহানিয়তের শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হও । এর জন্য একব্রতা ভব - এই শব্দে শুধু অ্যাটেনশন দাও আর বারবার এটা নিজের মধ্যে আন্ডারলাইন করো এবং সম্পূর্ন পবিত্র হও । বিদেশের সেবাতে যেমন রুহানী দৃষ্টি আর রুহানিয়তের শক্তির প্রভাব পড়ে । এমনকি তারা ভাষা না বুঝলেও তোমাদের চেহারা এবং নয়নের থেকে রুহানী দৃষ্টিতে ফরিস্তা ভাবের ছাপ লেগেই যায় । সুতরাং, এখন রুহানিয়তের গভীরে গিয়ে নিজের ফরিস্তা রূপ প্রত্যক্ষ করো । যে কর্ম বাণী দ্বারা হতে পারে তার থেকে রুহানিয়তের শক্তি অনেক বেশি কার্য করতে পারে । বাণীতে আসার অভ্যাসে যেমন তোমরা উন্নতি করেছো, তেমনই রুহানিয়তের অভ্যাস বাড়ালে, বাণীতে আসার মন হবেনা ।

যারা সম্পূর্ণ সমর্পণ হয়ে যায় তাদের বৃত্তি-দৃষ্টি শুদ্ধ হয়ে যায়, এবং তাদের মধ্যে রুহানিয়তের শক্তি এসে যায় । তারা শরীরের দিকে দেখেনা । প্রথমে তাদের দৃষ্টি যায় তারপর সেখানে বৃত্তি আসে ।

রুহানী দৃষ্টি অর্থাৎ নিজেকে এবং অন্যকেও রুহ্ হিসেবে দেখা, শরীর দেখেও শরীর না দেখা, এখন এইরকম প্র্যাকটিস হওয়া উচিৎ । সময় অনুসারে প্রত্যেকে এক নতুন চমক দেখতে চায় । অতএব, প্রতি কর্মে প্রতি সঙ্কল্পে, বাণীতে রুহানিয়তের শক্তি ধারণ করো । যাই হোক, রুহানিয়ত সদা কায়েম থাকবে শুধু তখনই, যখন তুমি নিজেকে এবং অন্যকে, যাদের সার্ভিসের জন্য তুমি নিমিত্ত, তাদেরকে বাপদাদার অমূল্য রত্ন মনে করে, নিজের তত্বাবধানে দেখাশোনা করবে ।

তোমার মনে যে সঙ্কল্প আছে, সদা ভাবো যে তোমার মনও তোমারই তত্বাবধানে এবং এই আমানতের দেখভালে অবশ্যই কোনো হানি হতে দিও না । তাই নিজের মন আর তন, এবং যা কিছু নিমিত্ত রূপে পেয়েছো, তা' স্টুডেন্ট (জিজ্ঞাসু) হোক বা সেন্টার, বা স্থূল কোনও বস্তু সেইসবই আমানত মাত্র । আমানত বুঝে চললে অনাসক্ত থাকবে, অনাসক্ত হলেই রুহানিয়ত আসবে । তোমাদের এই দিব্য নেত্র যতই ক্লিয়ার অর্থাৎ রুহানিয়তে সম্পন্ন হবে ততোই তোমরা এই নয়ন দ্বারা বাপদাদার এবং তাঁর রচনার স্থূল, সূক্ষ্ম, মূল এই তিন লোকের ছবি এমন স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করবে, যেমন তারা প্রজেক্টর-এর দ্বারা স্পষ্ট দেখে । এখন রুহানিয়তের শক্তিতে সম্পন্ন হওয়ার সময় । যদি রুহানিয়ত না হয় তবে তোমরা মায়ার নানারকম রঙে রঙিন হয়ে যাবে । এখন পরীক্ষার পেপার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও অর্থাৎ রুহানিয়তের শক্তিতে সম্পন্ন হও, তখনই সবরকম পেপারে পাশ হতে পারবে । এই শরীর ঈশ্বরীয় সার্ভিসের জন্য আমানত রূপে তোমাদের তত্বাবধানে দেখভাল করতে দেওয়া হয়েছে । তুমি যখনই কিছু দেখছো তা' আমানত হিসেবে তোমার কাছে গচ্ছিত আছে, যিঁনি তোমাকে তাঁর আমানত হস্তান্তর করেছেন, আমানত দেখে তুমি অনায়াসেই তাঁকে স্মরণ করো । সুতরাং, এটা বাবার আমানত মনে করে চললে রুহানিয়ত থাকবে আর এর দ্বারা বুদ্ধি সদাসর্বদা আরামপ্রদ উপলব্ধি করবে, ক্লান্ত হবেনা । তোমাদের কাছে গচ্ছিত আমানতের দেখভালের ক্ষেত্রে যদি তোমরা হানিকারক কিছু করো, তবে রুহানী হওয়ার পরিবর্তে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে । সদা উৎফুল্ল থাকাটা জ্ঞানের একটা গুণ । যারা উৎফুল থাকবে তারা নিশ্চয়ই অন্যকেও উৎফুল্ল রাখবে । কিন্তু এতে শুধু রুহানিয়ত শব্দ অ্যাড করে নাও । হর্ষিত হওয়ার সংস্কারও একটা বরদান যা প্রয়োজনের সময় তোমাদের সহযোগ দেয় । সবরকম কমজোরি থেকে মুক্তির যুক্তি হলো - সদা স্নেহী হও । তোমরা যাঁর স্নেহী, তাঁর সঙ্গে থাকলে, তাঁর সঙ্গতে রুহানিয়তের রঙ সহজেই লেগে যাবে ।

বায়ুমন্ডলে যেমন কোনো জিনিস ছড়িয়ে গেলে সেটার প্রভাব বায়ুমন্ডলের অনেকটা দূর পর্যন্ত ছেয়ে যায় । একইভাবে, তোমরা সব এত সহজ যোগী বা শ্রেষ্ঠ আত্মারা নিজের বায়ুমন্ডলকে এমন রুহানী বানাও, যাতে রুহানিয়তের কারণে তোমাদের আশপাশের বায়ুমন্ডল, আত্মাদের এর নিজের দিকে আকৃষ্ট করে । বায়ুমন্ডলের ফাউন্ডেশন হলো বৃত্তি । সুতরাং, তোমাদের বৃত্তি যতক্ষণ না রুহানিয়তের শক্তি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে তোমরা পাওয়ারফুল বানাচ্ছ, ততক্ষণ সার্ভিসে যেরকম বৃদ্ধি তোমরা চাও তা' হবেনা । যখন কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে হয়, তাকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে নেয় যাতে সে পালাতে না পারে । একইভাবে যখন তোমরা তোমাদের বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডলকে পরিবেষ্টন করো, কোনো আত্মা সেই রুহানী বেষ্টনীর আকর্ষণের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনা । এখন এইরকমই সার্ভিস করো । যে কোনো অথরিটির বা যে কোনো মুডের কেউ এলে, তারা যেন তোমাদের গুণের পার্সোনালিটি, রুহানিয়তের পার্সোনালিটি, সর্বশক্তির পার্সোনালিটির সামনে নত হয়, তারা তাদের নিজেদের প্রভাবে তোমাদের প্রভাবিত করতে পারবে না । রুহানিয়তের শক্তি তাদের অভ্যন্তরীণ বৃত্তির পরিবর্তন করে দেবে । ঠিক যেমন সুগন্ধি ফুলে মিশে থাকে, এইরকমভাবে তোমাদের মধ্যেও

রুহানিয়তের সৌরভ মিশে থাকতে হবে । সৌরভ এমনই জিনিস যে দূর থেকে এটা অন্যদের আকৃষ্ট করে । দূর থেকে লোকে ভাববে, এই সুগন্ধ কোথা থেকে আসছে ! তোমাদের রুহানিয়ত বিশ্বকে আকৃষ্ট করবে । সুতরাং, জ্ঞানযুক্ত উপায়ে দয়ার সাথে সাথে রুহানিয়তের অথরিটিও ধারণ করো । আজকালকার সময় অনুসারে রুহানিয়তের শক্তির অনেক প্রয়োজন আছে । রুহানিয়ত না হওয়ার কারণেই এইসব লড়াই বিবাদ হয় । সুতরাং, রুহানী গোলাপ হয়ে রুহানিয়তের সুগন্ধ ছড়িয়ে দাও । এটাই ব্রাহ্মণ জীবনের অক্যুপেশন ।

বরদানঃ - নিজের শক্তিশালী স্থিতি দ্বারা দান আর পুণ্য করে পূজনীয় এবং গায়ন যোগ্য ভব

অন্তিম সময়ে যখন দুর্বল আত্মারা, তোমরা সব সম্পূর্ণ আত্মাদের দ্বারা সামান্য প্রাপ্তিও অনুভব করবে, তখন এই অনুভবের সংস্কার নিয়ে তারা অর্ধকল্প নিজের ঘরে বিশ্রাম করবে । আর তারপরে দ্বাপরে ভক্ত হয়ে তোমাদের পূজন আর গায়ন করবে, এইজন্য অন্তের কমজোর আত্মাদের প্রতি মহাদানী বরদানী হয়ে অনুভবের দান করে পুণ্য জমা করো । এই দান এবং এক সেকেন্ডের পুণ্যের দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী স্থিতি অর্ধকল্পের জন্য পূজনীয় এবং গায়ন যোগ্য বানিয়ে দেয় ।

স্লোগানঃ – পরিস্থিতিতে বিভ্রান্ত হওয়ার পরিবর্তে যদি সাক্ষী হয়ে যাও, তবে বিজয়ী হয়ে যাবে ।